হারাম ভক্ষনের কুপ্রভাব

লেখক:
আব্দুল্লাহ বিন সা'আদ আল ফলিহ

অনুবাদ:
শায়খ আব্দুর রাকীব বুখারী মাদানী

آثار أكل الحرام

للشيخ عبد الله بن سعد الفالح
ترجمة: عبد الرقيب البخاري المدني

আলোকিত প্রকাশনী

সূচিপত্র

১. প্রকাশকের কথা.....৪

২. অনুবাদকের দু'টি কথা..... ৬

৩. অনুবাদক পরিচিতি: ৮

৪. ভূমিকা ১২

৫. ইসলাম ধর্ম পরিপূর্ণ এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে ব্যাপৃত ১৪

৫. হারাম ভক্ষণের কুপ্রভাব ১৮

৬. হারাম ভক্ষণ এবং সন্দীহান বিষয় হতে সালাফদের সতর্কতা: ২৫

৭. হারাম ভক্ষণের পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি, কৌশল এবং বাহানা: ২৮

৮. হারাম মাল-সম্পদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া এবং তাওবা করার উপায়: ৩৮

ইসলাম ধর্ম পরিপূর্ণ এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে ব্যাপৃত

মহান আল্লাহ আমাদের জন্য তাঁর অনুকম্পা পূর্ণ করে দিয়েছেন, তাঁর দ্বীনকে পূর্ণ করে দিয়েছেন, সেই দ্বীনকে তিনি জীবনের যাবতীয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করেছেন এবং তার মাধ্যমে পাঁচটি অতিপ্রয়োজনীয় বিষয়ের সংরক্ষণ করেছেন: দ্বীনের সংরক্ষণ, জ্ঞানের সংরক্ষণ, সম্ভ্রমের সংরক্ষণ, জীবনের সংরক্ষণ এবং মাল সম্পদের সংরক্ষণ। আল্লাহ তাআ'লা বলেন: (আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, আমার নিয়ামত তোমাদের উপর পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে প্রদান করে সন্তুষ্ট হলাম) [আল মাইদাহ/৩]

ইসলাম যেমন ইবাদতসমূহকে বিধিবদ্ধ করেছে তেমন লেনদেনের বিষয়াদিকেও বিধিবদ্ধ করেছে। তাই ইসলামী ফিকহে ইবাদত অধ্যায়ের সাথে সাথে লেনদেন অধ্যায়ও পাওয়া যায়, তাতে ফুকাহায়ে কেরাম তথা ইসলামী চিন্তাবিদগণ হালাল হারাম এবং বৈধাবৈধের বর্ণনা দিয়েছেন। ইবাদত অধ্যায়ে আদেশ নিষেধের বর্ণনা রয়েছে, উৎসাহ ও নিরুৎসাহের বর্ণনা এসেছে। অনুরূপ লেনদেন অধ্যায়ে হালাল হারামের বর্ণনা রয়েছে এবং তা পালনকারীদের জন্য আখেরাতে উত্তম প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি রয়েছে আর তা অমান্যকারীদের জন্য কঠিন শাস্তির ঘোষণা রয়েছে। আল্লাহ বলেন: (এবং আল্লাহ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন আর সুদকে হারাম করেছেন) [বাক্বারাহ/২৭৫]

তিনি বৈধ উপার্জন করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং তা দ্বীনের অংশ বলেছেন। যেমন তিনি বলেন: (হে রাসূলগণ! তোমরা হালাল ভক্ষণ করো এবং সৎ আমল করো।) [আল মুমেনূন/৫১]

তিনি মুমিনদের ক্ষেত্রে একই আদেশ প্রদান করত: বলেন: (হে মুমিনগণ! আমি তোমাদের যা প্রদান করেছি তন্মধ্যে হালালসমূহ ভক্ষণ করো।) [বাক্বারাহ/১৭২]

ইমাম আহমদ (রা:) বলেন: (হালাল) 'ভক্ষণ দ্বীনের অংশ'। অত:পর তিনি এই আয়াতদ্বয় দ্বারা দলীল প্রদান করেছেন।

এ কারণে মুসলিমের উপর জরুরি যে, সে যেন আল্লাহকে ভয় করে ও তাকে স্মরণে রাখে যখন সে মসজিদে স্বলাত আদায় করবে কিংবা দুআ করবে। তাকে স্মরণে রাখবে যখন সে ব্যবসায় থাকবে কিংবা তার কারখানায় থাকবে কিংবা চাকরির চেয়ারে অবস্থান করবে। সে সব স্থানে আল্লাহকে ভয় করবে এবং হালাল অন্বেষণ করবে। নবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "তুমি আল্লাহকে ভয় করো যেখানেই অবস্থান করো না কেন ..." [সুনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত): ১৯৮৭]

মুসলিম তার সকল কাজ-কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে এবং তার যাবতীয় ছোট বড় কাজ-কর্ম ফেরেশতা কর্তৃক লিপিবদ্ধ। নবী স্বল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "কিয়ামত দিবসে কোনো ব্যক্তির দুই পা নড়াচড়া করতে পারবে না যতক্ষণে চারটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা না করা হয়: তার বয়স সম্পর্কে সে তা কিসে নি:শেষ করেছে। তার যৌবন সম্পর্কে সে তা কিসে অতিবাহিত করেছে। তার মাল-দৌলত সম্পর্কে কোথা থেকে সে তা উপার্জন করেছে এবং কোথায় তা ব্যয় করেছে। তার

হারাম ভক্ষণের কুপ্রভাব

১. বরকত না থাকা: আল্লাহ তা'আলা বলেন: (আল্লাহ সুদকে নস্যাৎ করেন এবং সাদাকাকে বর্ধিত করেন)। [বাক্বারাহ/২৭৬]

নবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "ক্রয়-বিক্রয়কারীর মাঝে (নেওয়া না নেওয়ার) এখতেয়ার থাকে যতক্ষণে তারা সেখান থেকে পৃথক পৃথক না হয়ে যায়। তারা দু'জনে যদি সত্য কথা বলে এবং দ্রব্যের দোষ-ত্রুটি স্পষ্ট করে বলে, তাহলে তাদের কেনা-বেচায় বরকত দেওয়া হয়। আর তারা যদি মিথ্যার আশ্রয় নেয় এবং দোষ গোপন করে, তাহলে তাদের কেনা-বেচায় বরকত শেষ করে দেওয়া হয়"। [বুখারীঃ ২০৭৯ এবং নাসাঈঃ ৪৪৬৪]

ভাই লক্ষ্য করুন! মিথ্যা, সুদ, প্রতারণা ইত্যাদির মাধ্যমে লেন-দেনের পরিণাম কি? তা বরকত নষ্টকারী। কারণ যে ধোকা দেয়, দ্রব্যের দোষ গোপন করে বেশী লাভের আশায় সে এই মন্দ নিয়তের কারণে শাস্তি পাবার যোগ্য হয়ে যায়। আর তা হল, যে মাল সে অর্জন করেছে তাতে বরকত না থাকা; যদিও সংখ্যায় তা বেশী দেখাক। কিংবা অনেক সময় তার উপর দুর্ভিক্ষ নেমে আসে, অসুস্থতা দেখা দেয়, বালাই মুসিবত চলে আসে ফলে তার অর্জিত সেই মাল সেখানে ব্যয় হয়ে যায়। কিন্তু যদি সে মুসলিম ভাইয়ের স্বার্থে দ্রব্যের দোষ-ত্রুটি খুলে খুলে বলে দেয়, তাহলে বাহ্যত দ্রব্যের দাম কম হবে বটে কিন্তু আল্লাহ তাতে বরকত দেন। আজ-কাল বহু লোককে অধিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তাতে বরকত কমের অভিযোগ করতে দেখা যায়।

নবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "কসম দ্রব্যের

মূল্য বেশীকারী কিন্তু বরকত নষ্টকারী"। [বুখারী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)ঃ ১৯৫৭]

ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কসম দেওয়া বৈধ নয়।(মিথ্যা) কসমের দ্বারায় হয়ত: কিছু বেশী মূল্য আশা করা যায় কিন্তু সেই মালে বরকত থাকে না। তাহলে লাভ কি?

এ যুগে বহু ব্যবসায়ীর দেউলিয়া হওয়া এবং ঋণ গ্রস্থ হওয়ার কারণ হচ্ছে, হারাম লেন-দেন বিশেষ করে সুদি লেন-দেনে জড়িত থাকা। আমরা এ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি এবং সকল প্রকার হারাম লেন-দেন হতে আশ্রয় কামনা করছি।

২. দুআ কবুল না হওয়া: নবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবী সা'আদ বিন আবি অক্বাস (রাযি:) কে একদা বলেন: "হে সাআ'দ তুমি তোমার খাদ্যকে হালাল করো তোমার দুআ কবুল করা হবে"। [ত্বাবারানী]

হাদীসে এক ব্যক্তির বর্ণনা এসেছে, দীর্ঘ সফর করার কারণে যার মাথার চুল উস্ক খুস্ক ও ধুসর বর্ণের হয়ে গিয়েছিল। সে দুই হাত আকাশের দিকে প্রসারিত করে হে আমার রব্ব! হে আমার রব্ব বলে দুআ করছিল। কিন্তু তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় দ্রব্য হারাম, তার পরনের পোষাক হারাম, হারাম দ্বারা তার শরীর গঠিত, এমনতাবস্থায় তার দুআ কিভাবে গ্রহণ হতে পারে!? [সহীহ মুসলিম (হাদীস একাডেমী)ঃ ১০১৫]

প্রিয় ভাই! –আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন-দেখুন! হারাম ভক্ষণের প্রভাব দুআর উপর কি ভাবে পড়ে? যার ফলে দুআ গ্রহণ হয় না। কত এমন অসুস্থ ও দুস্থ ব্যক্তি রয়েছে যারা বিছানায় ছটপট করছে, কষ্ট থেকে পরিত্রান চাচ্ছে, নিজ প্রতিপালকের দিকে দুই হাত তুলে কাকুতি-মিনতি সহকারে দুআ করছে,

হারাম ভক্ষণ এবং সন্দীহান বিষয় হতে সালাফদের সতর্কতা:

১. রাসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম: তিনি স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হচ্ছেন সৃষ্টিকুলের আদর্শ এবং হালাল ও হারামের প্রভাব সম্পর্কে সবচেয়ে জ্ঞাত ব্যক্তিত্ব। হারাম তো দূরের কথা সন্দীহান বিষয়ে তাঁর সতর্কতা লক্ষ্য করুন, যার পূর্বা-পর পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। আমর বিন শুআইব তার পিতা হতে সে তার পিতামহ হতে বর্ণনা করেছেন, একদা আল্লাহর রাসূল রাত জেগে ছিলেন। তখন তাঁর জনৈক স্ত্রী বললেন: আপনি অনিদ্রায় আছেন? তিনি স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "আমার পার্শে একটি খেজুর পড়ে ছিল আমি তা খেয়ে ফেলেছি। আমাদের কাছে তো সাদাকার খেজুর থাকে তাই আমার ভয় হচ্ছে সেটা সাদাকার খেজুর কি না?" [আহমাদ]

আল্লাহু আকবার! রাসূলুল্লাহ চিন্তিত হয়ে অনিদ্রায় রাত যাপন করছেন; এ কারণে যে, তাঁর বিছানায় পড়ে থাকা একটি খেজুর তিনি খেয়ে ফেলেছেন। আর তাঁর আশঙ্কা হচ্ছে যে সেটি সাদাকার খেজুর নয় তো কারণ সাদাকা তাঁর উপর এবং তাঁর পরিবারের উপর হারাম তাই তিনি চিন্তিত রাতে ঘুম নেই। হারাম ভক্ষণকারীরা এ হাদীস দ্বারা শিক্ষা নেবে কি? যারা সকাল বিকাল হারামেই পড়ে থাকে। তবে আল্লাহকে যে যত বেশী জানে সে আল্লাহকে তত বেশী ভয় করে।

তিনি স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "আমি অনেক

সময় পরিবারের নিকট আসি এবং আমার বিছানায় খেজুর পড়ে থাকতে দেখি এবং খাওয়ার জন্য মুখের দিকে তুলি কিন্তু আমাকে ভয় হয় যে, তা সাদাকার খেজুর নয় তো! এ ভেবে আমি তা রেখে দেই"। [সহীহুল বুখারী ২৪৩২]

হে মুসলিম ভাই! হারাম বিষয়ে অবহেলা করবেন না তা অল্পই হোক কিংবা বেশী হোক।

২. আবু বাকর আস্ সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু): তার গোলাম তাকে খাবার পেশ করতো। তিনি ততক্ষণে তা খেতেন না যতক্ষণে জিজ্ঞাসা না করতেন যে, খাবার কোথা থেকে এনেছো। একদা তার গোলাম খাবার নিয়ে আসে এবং আবু বাকর জিজ্ঞাসা করতে ভুলে যান। খাবার শেষে জিজ্ঞাসা করলে গোলাম বলে: আমি জাহেলি যুগে এক ব্যক্তির গণকের কাজ করেছিলাম অবশ্য আমি ভালভাবে গণকবিদ্যা জানতাম না। আজ তার সাথে সাক্ষাত হলে সে আমাকে সেই কাজের বিনিময় দেয়। এই খাবার সেই অর্থের। এ শুনে আবু বাকর নিজ মুখে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়ে বমি করে দেয়। [বুখারীঃ ৩৮৪২]

আবু বাকর এবং আবু বাকর যা করেছেন তা থেকে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হোন। যদিও তার দোষ ছিলনা কারণ তিনি অজ্ঞাত ছিলেন কিন্তু যেহেতু তিনি হরাম ভক্ষণের কুপ্রভাব জানতেন সে কারণে তিনি পছন্দ করেন নি যে, সেই লোকমা তার পেটে প্রবেশ করুক।

৩. সাআ'দ বিন আবি অক্কাস (রাযি:): তিনি বলেন: 'আমি যে লোকমাই মুখে দেই তার সম্বন্ধে এটা জানি যে, তা কোথা থেকে এসেছে এবং কোথা থেকে বের হয়েছে। [জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম ১/২৭৫]

হারাম ভক্ষণের পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি, কৌশল এবং বাহানা:

কতিপয় ব্যক্তি এমন রয়েছে যারা হারাম অর্থ-সম্পদের পক্ষে যুক্তি পেশ করে কিংবা কিছু বাহানা বানায় তারপর নিজের জন্য সে মালের বৈধতার ফতোয়া দেয়। প্রবৃত্তি এবং মন্দ আদেশকারী অন্তর তাকে এমন করতে উদ্বুদ্ধ করে। দুনিয়ার ভালবাসা তাকে সত্য অবলকন করা হতে অন্ধ বানিয়ে দেয়। এমন যুক্তি ও বাহানা হচ্ছে ইহুদীদের কাজ যারা বিভিন্ন বাহানার মাধ্যমে আল্লাহ যা তাদের উপর হারাম করেছিলেন তারা তা হালাল করে নিত। "আল্লাহ ঈহুদীদের ধ্বংস করুক! আল্লাহ যখন তাদের উপর চর্বি হারাম করেছিলেন, তখন তারা তা গলিয়ে বিক্রি করে তার মূল্য ভক্ষণ করেছিল" [বুখারী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ২০৮৩]

অভিশপ্ত ইহুদীদের বাহানা লক্ষ্য করুন! আল্লাহ যখন তাদের উপর মৃতের চর্বি হারাম করলেন, তখন তারা তা গলালো এবং বিক্রয় করলো। বাহ্যত মৃতের চর্বি তো ভক্ষণ করলো না কিন্তু তার মূল্য ভক্ষণ করলো। এযুগে বহু হারামখোর এমনই অসাড় যুক্তি বাহানা ও কৌশলের মাধ্যমে হারামকে হালাল বানায় যা আল্লাহর নিকট কোনো কাজে আসবে না।

এর উপমা এবং প্রকার অনেক রয়েছে, উদাহারণ স্বরূপ নিম্নে কিছু তুলে ধরা হল:

১. কিছু লোক কৌশল ও বাহানার মাধ্যমে সুদকে হালাল করছে। এভাবে যে, কেউ অন্য কাউকে কোনো পন্য বিক্রয় করছে এই নিয়মে যে ক্রয়কারী মূল্য নগদ না দিয়ে পরে দিবে।

হারাম মাল-সম্পদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া এবং তাওবা করার উপায়:

এটি জানা বিষয় যে, যে পাপের সম্পর্ক আল্লাহর অধিকার নষ্ট করার সাথে রয়েছে, তা থেকে তাওবা করার জন্য তিনটি শর্ত আছে: সেই পাপ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা, সেই পাপের কারণে লজ্জাবোধ করা এবং ভবিষ্যতে তা আর না করার সংকল্প নেওয়া। কিন্তু পাপের সম্পর্ক যদি মানুষের অধিকারের সাথে থাকে (অর্থাৎ মানুষের অধিকার নষ্ট করে থাকে যেমন চুরি করা, ডাকাতি করা, অন্যায়ভাবে কারো মাল আত্মসাৎ করা ইত্যাদি) তাহলে সেই পাপ ক্ষমার জন্য উপরোক্ত তিনটি শর্তের সাথে সাথে আরো একটি শর্ত যোগ হবে। আর তা হচ্ছে, সেই অধিকার তার মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া আর যদি অধিকার হরণ কারো সম্ভ্রমে আঘাত করার মাধ্যমে হয় তাহলে তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া। এ কারণে হারাম ভক্ষণকারীর জন্য তাওবার তিনটি শর্ত যথেষ্ট নয় কারণ এর পরেও তার নিকট হারাম মাল রয়ে যায়। তাই তা থেকেও নিষ্কৃতি জরুরি। সেই হারাম মাল যদি সুদি মাল হয়, তাহলে তা থেকে মুক্তির পথ মহান আল্লাহ কুরআনে বলে দিয়েছেন।

اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

(হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সূদের যা